Global Buddhist
Climate Change Collective

অক্টোবর ২৮, ২০১৫

বিশ্ব নেতাদের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিবৃতিঃ

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগন প্যারিসে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘের ফ্রেমওর্য়াক কনভনেশন (ইউএনএফসিসিসি) আয়োজিত সম্মেলন **(COP21)** ২১তম সেশনের পূর্বে বৌদ্ধ নেতাদের পক্ষ থেকে বিশ্ব নের্তৃবৃন্দকে সহযোগতিা এবং বিশ্বের কাছে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরার উদ্দেশ্যে মমতা ও প্রজ্ঞা প্রতিফলিত একটি উচ্চাভিলাষী ও কার্যকর জলবায়ু চুক্তিতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সকলের ঐক্যমতে নিম্নের বিবৃতি বিশ্ববাসীর কাছে পেশ করছি।

বিশ্ব একটি সংকটময় ও ঝুকিপূর্ন রাস্তা পার হচ্ছে যেখানে আমাদের এবং অন্যান্য প্রজাতির বেঁচে থাকাই একটি যুদ্ধ। এই যুদ্ধের মূল কারন হল আমাদের কর্ম ও কর্মফল। বৈশ্বিক জলবায়ূ পরিবর্তনের গতি এবং প্রতিকুল প্রভাব মন্থর ও সীমিত করার লক্ষ্যে প্যারিস সামিটে জীবাশ্ম জ্বালানী ক্রমান্বয়ে পরিহার করার জন্য একটি গ্রহনযোগ্য ও উত্তম পথ আমাদের তৈরী করা প্রয়োজন। সুদূরপ্রসারী, স্বপ্নদর্শী এবং ব্যাপক প্রশমন ও অভিযোজন কর্মসূচীর মাধ্যমে আমাদের ঝুকিপূর্ন পরিস্থিতি হতে সঠিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

মহাপ্রভু গৌতম বুদ্ধের দর্শন এবং পরস্পর নির্ভরশীলতার নীতি অনুসারে পৃথিবীর সকল বস্তুই একে অন্যের উপর ওতোপ্রতোভাবে নির্ভরশীল। আন্তঃনীর্ভরশীল নীতি এবং এর সার্বিক ফলাফল বিবেচনা করে পরিবেশ দূষন হ্রাস প্রকল্পে আমাদের কর্মকান্ডে একটু কঠিন হয়ে পড়েছে। আন্তঃসত্তার অন্তঃদৃষ্টি ও সমবেদনার অনুশীলন পরিচর্যার দৃষ্টিকোন থেকে ভয়কে উপেক্ষা করে, পৃথিবীকে বাসযোগ্যভাবে রক্ষার্থে আমাদের গভীর মমতা দিয়ে কাজ করতে হবে। বৌদ্ধ নেতৃবৃন্দ গত কয়েক দশক ধরে এই ব্যাপারে বিভিন্ন পর্যায়ে আলাপ আলোচনা করে আসছেন। আমাদের প্রতি দিনের কর্মব্যস্ততায় আমরা ভুলে যাই যে, আমরা যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি, যে পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারন করছি, যে খাবার খেয়ে জীবন যাপন করছি, তা আসলেই অত্যন্ত নিবিঢ়ভাবে প্রকৃতির সাথে জড়িয়ে আছে। অন্তঃদৃষ্টি জ্ঞানের অভাবের কারনে আমরা আমাদের বেঁচে থাকার সকল জীবন রক্ষাকারী পথকে ধ্বংস করে যাচ্ছি, যার উপর আসলেই আমাদের জীবন নির্ভরশীল।

বিশ্বের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা অতিশয় আন্তরিকতার সাথে বিশ্বের সকল সৃষ্টির একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল নীতির উপর বিশ্বাস করে। পৃথিবীর সকল মানব সম্প্রদায়কে এক হয়ে পরিবেশ বিপর্যয়ের মূল কারন যা আমাদের জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার, অস্থিতীশীল খরচ প্রক্রিয়া, সচেতনতা ও নিশ্চয়তার অভাবের দিকে চালিত করছে তা নিরসরনের জন্য কাজ করতে হবে।

আমরা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে " জলবায়ূ পরিবর্তনে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ঘোষনাঃ কাজ করার এখনই সময়" প্রচারনাকে সমর্থন করে স্বাগত জানাই যা সমগ্র বিশ্বের বৌদ্ধ নেতা এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনের মাধ্যমে অনুমোদিত। আমরা সেই সাথে অন্যান্য ধর্মীয় ঐতিহ্যের জলবায়ূ পরিবর্তনের আহবান ও ঘোষনাকে সমর্থন করি। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই বছরের শুরূর দিকে মাননীয় পোপ ফ্রান্সিস এর বিশ্বব্যাপী আহবান " আমাদের সকলের বাসস্থানের জন্য পৃথিবীর সেবা করা", জলবায়ূ পরিবর্তনে ইসলামী ঘোষনা এবং জলবায়ূ পরিবর্তনে হিন্দু সম্প্রদায়ের আসন্ন আহবান ইত্যাদি। আজ আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাবের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছি এবং আমরা একতাবদ্ধ হয়ে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার থেকে পিছিয়ে আসা, আমাদের খরচ করা বা ভোগ করার প্রকৃতি পরিবর্তন , বিশেষ করে জলবায়ূ পরিবর্তনের কারন ও প্রভাবের বিরুদ্ধে, বিশ্বের দরিদ্র জনগনের পক্ষে নীতিগত অবস্থানের জন্য সোচ্চার হয়েছি।

Global Buddhist
Climate Change Collective

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশ্ব নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষন করে সবিনয়ে বলতে চাই, কার্বন নিঃসরনের মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে এবং বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি যেন ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে সহনীয় মাত্রায় রাখার নিশ্চয়তার বিধান করা যায়। সেই সাথে জলবায়ূ অর্থায়ন বৃদ্ধি করার জন্য বিশ্ব নেতাদের কাছে ঐক্যবদ্ধ অংগীকার আশা করছি, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় যথেষ্ট প্রস্তুতি গ্রহন এবং আমাদের সকলের জন্য একটি নিরাপদ, নিম্ন কার্বন নিঃসরনের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি।

আমাদের জন্য সুখবর হল, প্যারিসে জলবায়ূ আলোচনার একটি নতুন দিক নির্দেশনার সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। বিজ্ঞানীরা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে, কারিগরি এবং অর্থনৈতিকভাবে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কমিয়ে আনা সম্ভব। জৈব জ্বালানীর ব্যবহার থেকে বিরত থাকা এবং শতভাগ নিরাপদ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে শুধুমাত্র বৈশ্বিক পর্যায়ে নিম্ন কার্বন নিঃসরনই উদ্দীপনা পাবেনা, সেই সাথে এই পদক্ষেপ আমাদের কাঙ্খিত আত্মিক ও আধ্যাত্মিকপূর্ন জীবনের পথেও পরিচালিত করবে। আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্রযাত্রায় জাতি সংঘ এবং সুপারিশসমুহের সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে সমস্ত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করা সম্ভব তা হল ঃ আমাদের বন ও পরিবেশকে সুরক্ষা করা. নিরামিশ খাদ্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা, ভোগবাদী জীবন চর্চাকে পরিহার করা, নবায়ন যোগ্য জ্বালানী ও প্রযুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া, আকাশ বাহন ব্যবহার কমিয়ে জন-পরিবহন ব্যবহার করা ইত্যাদি এবং আমাদের সকলের পক্ষেই ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

আমরা তাই বিশ্ব নেতাদের কাছে আমাদের সমন্বিত ও সম্মিলিত দায়িত্বকে " স্বীকৃতি প্রদান করে আমাদের জীবন ও পরিবেশকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য, সকলের মংগলের লক্ষ্যে একত্রে পদক্ষেপ গ্রহনের আহবান জানাই।

এই কারনে প্যারিসে উপস্থিত সকল পক্ষের প্রতি আমাদের আহবানঃ

১. জলবায়ূ পরিবর্তন বিষয়ক জাতি সংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (ইউএনএফসিসিসি) আর্টিকেল-৩ নির্দেশিত জলবায়ূ পরিবর্তনের নৈতিক মাত্রা দ্বারা সুচিত ও পরিচালিত করা।
২. জীবাশ্ম জ্বালানীর ক্রমান্বয়ে পরিহার এবং ১০০ শতাংশ নবায়নযোগ্য ও পরিচ্ছন্ন শক্তির দিকে অগ্রসর হতে ঐক্যমত্য পোষন।
৩. বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে রাখার রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো এবং প্রাক শিল্প মাত্রা নিশ্চিত করা।
৪. ২০০৯ সালে কোপেনহেগেনে অংগীকার মোতাবেক গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড **(GCF)** কে মার্কিন ডলার ১০০ বিলিয়নের উপরে উন্নীত করার জন্য সকলকে একটি সাধারন প্রতিশ্রুতির মধ্যে আনা এবং উন্নয়নশীল দেশকে একটি নিম্ন কার্বন অর্থনীতির মাধ্যমে জলবায়ূর প্রভাব মোকাবেলা এবং রুপান্তরমূলক প্রস্তুতির জন্য সাহায্য করা।

কাজ করার এখনই সময়

আপনাদের একান্ত বিশ্বস্ত ও উন্নয়ন সহযোগী

His Holiness the Dalai Lama Tenzing Gyatso, 14th Dalai Lama

Zen Master Thich Nhat Hanh, Patriarch of the Plum Village International Community of Engaged Buddhists

His Holiness the 17th Gyalwang Karmapa, Head of the Karma Kagyu

Global Buddhist
Climate Change Collective

His Holiness Dr. Dharmasen Mahathero, The Supreme Patriarch (Sangharaja) of the Bangladesh Sangha

Rev. Hakuga Murayama, President, All Japan Young Buddhist Association (JYBA)

His Eminence Jaseung Sunim, President, Jogye Order of Korean Buddhism

Bhante B. Sri Saranankara Nayaka Maha Thera, Chief Adhikarana Sangha Nayaka of Malaysia , Kuala Lumpur, Malaysia

His Eminence Rev. Khamba Lama Gabju Demberel, The Supreme Head of Mongolian Buddhists

His Holiness Dr. Bhaddanta Kumarabhivamsa, Sangharaja, and Chairman State Sangha Maha Nāyaka Committee, Myanmar

His Eminence Agga Maha Panditha Dawuldena Gnanissara Maha Nayaka Thera, Mahanayaka Thero, The Supreme Prelate of the Amarapura Maha Nikaya, Sri Lanka

His Holiness Thich Pho Tue, Supreme Patriarch of All Vietnam Buddhist Sangha

Venerable Lama Lobzang, Secretary General of the International Buddhist Confederation (IBC)

Venerable Olivier Reigen Wang-gen, President, Buddhist Union of France (UBF)

Venerable Bhikku Bodhi, President, Buddhist Association of the USA

Royal Highness Ashi Kesang Wangmo Wangchuk, Bhutan